বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

ভূমিকা

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিকশিত স্মৃতি শক্তি ও উন্নত মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা-এর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উনড়বয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০% এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০,৩০১.৩ কোটি টাকা (বিবিএস,২০২১)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

রূপকল্প (Vision): সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)

গবাদিপশু পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
মানবসম্পদ উনড়বয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
গবাদিপশু পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবাদিপশু পাখির জাত উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
গবাদিপশু পাখির পুষ্টি ও পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
প্রাণিজাত খাদ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি;

জনবল কাঠামো (Organogram)

১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা - ০১ জন (ক্যাডার পদ)
২. ভেটেরিনারি সার্জন - ০১ জন (ক্যাডার পদ)
৩. উপজেলা লাইভস্টক এসিসটেন্ট - ০১ জন
৪. কম্পাউন্ডার- ০১ জন
৫. ভেটেরনারি ফিল্ড এসিসটেন্ট (ভিএফএ) - ০৩ জন
৬. ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিসটেন্ট (এআই) - ০১ জন
৭. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ০১ জন
৮. ড্রেসার- ০১ জন
৯. অফিস সহায়ক- ০১ জন

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন)

অর্থনৈতিক কোড	ব্যয়ের বিবরণ	চলতি অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (টাকায়)
১	২	৩
৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান**	-
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১১৪৭৮০০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	২০৮২৭০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬২০০০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১১৯১৯০০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৩২০০০
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১২০০০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১১৮০০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১২০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৭০৬১০০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৯২৮০০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	-
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪৯৭০০
	ক. উপ-মোট:	**৫৪৯০০০**
৩২		
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১৪০০
৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৩৫০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৩৭০০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১০৩০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২৪৬০০
৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ	২৭০০০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণব্যয় (কর্মকর্তা)	৫১০০০
	ভ্রমণব্যয় (কর্মচারী)	৬৫৭০০
৩২৪৪১০২	বদলি ব্যয়	-
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২৫৬০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	২৬০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৯১৩০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩২০০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী ভাতা	১৮৩০০
	খ. উপ-মোট:	**৩৯০৩০০**
৩২৫৮		
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৭৫০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৬৫০০
	গ. উপ-মোট:	**১৪০০০**
৩৮		
৩৮২১১০২	**ভূমিকর**	**৫০০০**
৩৮২১১০৩	পৌরকর	১৫০০০
	ঘ. উপ-মোট:	**২০০০০**
	মোট (ক+খ+গ+ঘ)	**৫৯১৪৩০০০**

২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো

১. দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি

ক. দুধ উৎপাদন

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল মিল্ক ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ৩২৯২৭ মে.টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৯৩.৩৮ মিলি /দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

খ. মাংস উৎপাদন

বাংলাদেশ বর্তমানে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ২০২১৩ মে. টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কোরবানির গবাদিপশু আমদানির প্রয়োজন হয়নি। ঈদু আযহা/ ২০২২ উপলক্ষ্যে কোরবানিযোগ্য মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩৯৮৫ এবং কোরবানিকৃত গবাদিপশু ছিল ১৩৫৯৬ টি

গ. ডিম উৎপাদন:

২০২১-২২ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ছিল মোট ৫৫৫ লক্ষ এবং অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২১.১৮ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৮ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. "প্রতিদিনই ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই" প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ দপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে থাকে।

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ৪ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর					
প্রাণিজাত পণ্য	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
দুধ (মে. টন)	২৩০০০	২৬০০০	২৭০০০	৩০০০০	৩২৯২৭
মাংস (মে. টন)	১২০০০	১৩০০০	১৫০০০	১৮০০০	২০২১৩
ডিম (লক্ষ)	৩৫০	৪০০	৪৫০	৫০০	৫৫৫

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৪ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর					
প্রাণিজাত পণ্য	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮	১৯৫
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮	১৪৫
ডিম (টি/জন/বছর)	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮	১২৩

২. কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন

দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে উপজেলার সকল ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সদর দক্ষিণ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর মোট ০৭ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট র মাধ্যমে উপজেলা ব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ১০০৭৯ টি।

দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ৪০৭৪ টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

৩. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

চিকিৎসা কার্যক্রম: গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সারা উপজেলায় প্রায় ১৯০০০ হাঁস-মুরগি, প্রায় ২১৮৪২ গবাদিপশুর এবং ৬৩ টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম: উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে ২৯০১০৬ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রজাতি ভেদে বিগত ৩ বছরে পশু-পাখির সংখ্যা

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি	অর্থ বছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	
গরু	৩৪৫৭৭	৩৪৯২৩	৩৫৮১১	৬০৯১২	
মহিষ	০	০	৭	৭	
ছাগল	৪১২০	৪৫৬৭	৪৭৮৯	৯৩৮০	
ভেড়া	১৬৫	১৭৭	১৯৮	৫৩৬	
হাঁস	৩৭৩৪৫	৩৮৪৩৮	৪০৫৪২	৪৩৫৭৪	
মুরগি	৭৯৮৪৫৫	৮০৮১৫২	৮৭৮৪৫৪	৯৪৩৯৩১	

টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত : বিগত ৩ বছরের পরিসংখ্যান :

কর্মকান্ড	অর্থ বছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (ডোজ)	২৫০০০	২৮০০০	২৯০০০	৩০০০৬	
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (ডোজ)	২২০০০০	২৬০০০০	২৭০০০০	২৬০১০০	
গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	১৫০০০	১৮০০০	১৮৮৪২	২১৮৪২	
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	১২০০০০	১৭০০০০	১৮০৯৮৫	১৯০০০০	
পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	০	৪০	৫২	৬৩	

৪. চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধিও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের আওতায় ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং ২৮টি কার্যক্রম এর বিপরীতে লক্ষমাত্রা প্রায় শতভাগ অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে উপজলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করেছে:-

- ২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিকা প্রদান এবং খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিখাদ্য, গবাদিপশুর ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত পরামর্শ জোরদার করা হয়েছে; সর্বোপরি, "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবাদিপশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী এবং জৈব সার সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা জোরদার করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের অগ্রগতি

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংস্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে। যা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এর অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১. দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক মোট ১৯০ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক খামারীদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৪ টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারি ৩৬৫ জন। দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ নিম্ন বর্ণিত:

আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রম;

- ৫০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৫০ জন খামারীকে কৃমিনাশক ও ভিটামিন প্রদান।
- ৫০ জন খামারীর গবাদিপশুর টিকা প্রদান।

ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

- ৪ জন সিজিএফ খামারীকে ছাগলের ঘর প্রদান।
- ১০ জন খামারীকে প্রাথমিক চিকিৎসার কিটবক্স প্রদান।
- ছাগল এর মেলা আয়োজন ও টিভি পুরস্কার প্রদান।
- ৫০ জন খামারীর মাঝে মিল্ক রিপ্লেসার বিতরণ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করে দপ্তরের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। দপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৫% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচর স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন বিশেষকরে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।